গ্রাম উন্নয়ন ত্রৈমাসিক বাংলা বুলেটিন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

২৮ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা ॥ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'র ৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন

বার্ড-এর ৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি।

গত ২৮ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ময়নামতি অডিটোরিয়ামে দুই দিন ব্যাপী একাডেমির ৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন হয়েছে। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা-০৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব আ. ক. ম. বাহাউদ্দিন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি। উদ্বোধনী অধিবেশনে গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি'র ৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী

গত ২৯ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর ময়নামতি অডিটোরিয়ামে দুই দিন ব্যাপী ৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের সমাপনী আনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। পরিকল্পনা সম্মেলনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বার্ড বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করেছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত

১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন

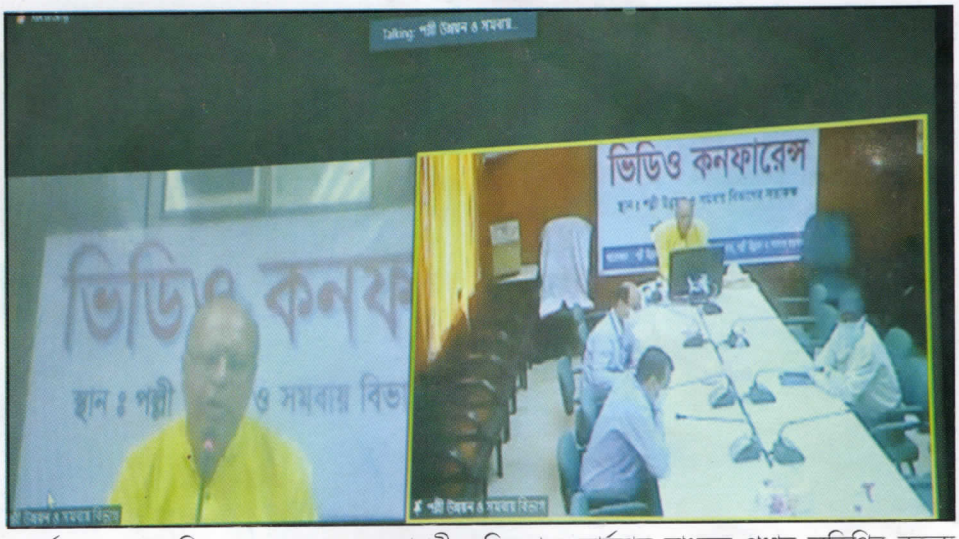

বার্ডের ৫৪তম পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

বার্ড-এ যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস উদযাপিত এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহ প্রদান

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যালে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস-২০২১ উদযাপিত হয়েছে। জাতীয় শোক দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণ, বঙ্গবন্ধুর ম্যারালে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বঙ্গবন্ধুর উপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, পবিত্র কোরআন খতম, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে গৃহ প্রদান করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বার্ডের লালমাই অডিটরিয়ামে সকাল ০৮:৩০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম। সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন ড. মোঃ কামরুল হাসান, পরিচালক, বার্ড। মুখ্য আলোচক তাঁর আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও কর্মের বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনাব বেনজির আহমেদ, যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড। বঙ্গবন্ধুর উপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ডের ইনোভেশেন পুরস্কার ২০২১ প্রদান

গত ১৭/০৮/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ইনোভেশেন পুরস্কার ২০২১ প্রদান করা হয়। বার্ডের লালমাই অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্যসহ বার্ডের অন্যান্য অনুষদবর্গ। বার্ডের ৪জন কর্মকর্তা ইনোভেশন পুরস্কার ২০২১ প্রাপ্ত হয়েছেন। পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্লান্ট এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক অপচয় রোধ করে পাওয়ার ফ্যাক্টর চার্জ শূণ্যকরণ শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (পিআরএল), পরিবেশ সুরক্ষায় পলিথিন জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য জনাব মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, উপ-পরিচালক, পাহাড়ী অঞ্চলে ছোট জলাধার তৈরির মাধ্যমে উন্নত জাতের হাঁস পালন ও আয়বর্ধন শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য ডাঃ বিমল চন্দ্র কর্মকার, উপ-পরিচালক এবং বার্ডে কর্মরত সকলের জন্য কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ তৈরি শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের জন্য জনাব আশিক সরকার লিফাত, সহকারী পরিচালক, বার্ড-কে ইনোভেশন পুরস্কার ২০২১ প্রদান করা হয়।

ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (পিআরএল), বার্ড-কে বার্ডের ইনোভেশেন পুরস্কার ২০২১ প্রদান করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

বার্ড মহাপরিচালক কর্তৃক সিআইসিএস লিঃ এবং কেটিসিসিএ লিঃ পরিদর্শন

কেটিসিসিএ লিঃ এর সমবায়ীদের সাথে মত বিনিময় করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

গত ০৮/০৯/২০২১ খ্রিঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান সিআইসিএস লিঃ এবং কেটিসিসিএ লিঃ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বার্ড মহাপরিচালকের সাথে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং জনাব ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম পরিচালক, বার্ড। পরিদর্শনকালে বার্ড মহাপরিচালক সিআইসিএস লিঃ এর বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা গুরুত্বসহকারে শোনেন এবং উত্তরণের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে বার্ড মহাপরিচালক কেটিসিসিএ লিঃ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতি হতে আগত সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের উদ্বোধন

১ম পাতার পর

মোহাম্মদ কামরুল হাসান। পরিকল্পনা সম্মেলনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ ও মধ্য পর্যায়ের ১০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় মন্ত্রী বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পূনর্গঠনে ও বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে বার্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমান এলজিইডি, উপজেলা কমপ্লেক্স, বিএডিসি বার্ডের সফল কর্মসূচির ফসল। তিনি আরও বলেন, স্থায়ীভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন প্রসূত 'একটি বাড়ী একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় বার্ড লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করছে। তিনি সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত এজেন্ডা "একটি গ্রাম একটি শহর" বাস্তবায়নে বার্ড-কে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের জন্য আহবান জানান।

সভাপতির বক্তৃতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি বলেন, বার্ড বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করেছে। বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্পগুলো সারা বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমান এলজিইডি, উপজেলা কমপ্লেক্স, বিএডিসি বার্ডের সফল কর্মসূচির ফসল।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় জনাব আ. ক. ম. বাহাউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা তথা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী স্বনামধন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। তিনি আরও বলেন, বার্ড অতীতের মত ভবিষ্যতেও পল্লী'র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

নীতি নির্ধারনী পেপার উপস্থাপনায় বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান বার্ডের বর্তমান কার্যক্রম এবং "আমার গ্রাম আমার শহর" ও "কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিকাশ" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণাসহ অন্যান্য প্রায়োগিক গবেষণার কথা তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, অতীতের মত বার্ড পল্লী'র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ড গত অর্থবছরে ০১টি আন্তর্জাতিক কোর্সসহ মোট ১৫০টি কোর্সের মাধ্যমে ৫৫৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রকল্পের তৃণমূল পর্যায়ের সুফলভোগীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স। গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ড গত বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের আলোকে ১৪টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ৬টি গবেষণা গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বার্ড বর্তমানে সরকারের রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত বার্ড ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প, বার্ড আধুনিকায়ন প্রকল্প এবং সিভিডিপি ৩য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে ১৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বার্ড-এর ৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি।

একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১)

বার্ডের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। প্রতিবছর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সংযুক্তি, অবহিতকরণ ও পরিদর্শন কর্মসূচি, প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া বার্ড সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে আয়োজন করে থাকে। চলতি অর্থ বছরের জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২১ সময়ে বার্ডে এর বিভিন্ন ধরনের সর্বমোট ১২ টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেছে। এসব কোর্সে ৫৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। নিম্নে বার্ডের জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২১ সময়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোক্তা সংস্থা/এজেন্সীল নাম	মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ						
A.	আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স					
B.	আন্তর্জাতিক অবহিতকরণ					
C.	আন্তর্জাতিক সংযুক্তি প্রশিক্ষণ কোর্স					
D.	আন্তর্জাতিক কর্মশালা					
E.	আন্তর্জাতিক সেমিনার/সম্মেলন					
F.	আন্তর্জাতিক গাইড ভিজিট					
জাতীয় পর্যায়েঃ						
A.	বুনিয়াদি/বিশেষ বুনিয়াদি ও বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স					
১	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স					
১.২	৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	০৬ জুন - ০২ ডিসেম্বর ২০২১	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৪৮	১৩	৬১
২	বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স					
২.১	১৪৪তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	০৫ সেপ্টেম্বর - ০৩ নভেম্বর ২০২১	এলজিইডি	৩৬	৪	৪০
৩	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স					
B.	প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ কোর্সঃ					
১	বার্ডের স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স					
২	অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স					
২.১	"Training of Livestock Service Providers" (১৩-১৬তম ব্যাচ) ০৪টি কোর্স	আগস্ট - সেপ্টেম্বর ২০২১	এলডিডিপি	১২৫	৩৫	১৬০
C.	সংযুক্তি/অবহিতকরণ/পরিদর্শন/গাইডেড ভিজিট কর্মসূচীঃ					
১	সংযুক্তি কর্মসূচিঃ					
২	অবহিতকরণ কর্মসূচিঃ					
২.১	উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী-এর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্টের আওতায় ৬০ (ষাট) জন কৃষক/কৃষাণীকে বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচী	১৯ আগস্ট ২০২১	উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, কবিরহাট, নোয়াখালী	৫৫	৫	৬০
২.২	চৌদ্দগ্রাম ও লাঙ্গলকোট উপজেলা হতে আগত প্রাণিসম্পদ দপ্তরের খামারীদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মসূচি	০১ সেপ্টেম্বর ২০২১	চৌদ্দগ্রাম ও লাঙ্গলকোট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর	৪৬	১৪	৬০
D.	কর্মশালা /সেমিনার/সম্মেলনঃ					
১	কর্মশালা					
১.১	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অবহিতকরণ বিষয়ক কর্মশালা, ২০২১-২২	২২ সেপ্টেম্বর ২০২১	বার্ড	৩৬	১০	৪৬

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোক্তা সংস্থা/এজেন্সীল নাম	মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.২	"বিআরডিবির ইউসিসিগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনা" বিষয়ক কর্মশালা	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১	বার্ড	৩৫	০৩	৩৮
১.৩	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	২৭-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১	বার্ড	২৩	০১	২৪
২	**সেমিনার**					
২.১	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সকলের জন্য টেকসই ও মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষ জীবন গড়ার জন্য করণীয় বিষয়ক সেমিনার	১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	মশিআপুউ	০	৫৫	৫৫
৩	**সম্মেলন**					
E.	**প্রকল্প পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্সঃ**					
১	**বার্ড এ্যাকশন রিসার্চ প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ কোর্স**					
			মোট (১২ টি) =	৪০৪	১৪০	৫৪৪ জন

বার্ডে গবেষণা কার্যক্রম
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২১

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় Millennium Development Goals এর আলোকে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করেছে তেমনিভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals, বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ড ১০টি গবেষণা পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপঃ

1. Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
2. Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
3. Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government
4. Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
5. Climate Change Effects on the Coastal Livelihoods: A Case of South-Western Bangladesh
6. Agro- forestry in Achieving Food Security of upland smallholders: A Case on Lalmai Hill Areas of Cumilla District
7. Factors affecting Rural Urban Migration and Rural Change: Cases of Two Villages in Bangladesh
8. Farmer's Knowledge, attitude and practice of mastitis in Cow
9. Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM)
10. Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur
11. Development Philosophy of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Reflection in Rural Development Policies, Strategies and Initiatives.
12. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর কমিউনিটি রেডিওর প্রভাব
13. Information and Communication Technology in Agriculture in Bangladesh
14. জীবন ও জীবিকাঃ একটি ইউনিয়ন সমীক্ষা
15. Post Training Utilization of the Cow Rearing and Fattening Training Program Sponsored by the Amar Bari Amar Khamar Project

বার্ডের সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

1. Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
2. Role of Agricultural cooperatives

in Ensuring Farmer's Wellbeing: Cases of some Selected Areas of Bangladesh
3. Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Cases of Five Districts of Bangladesh
4. Sustainability of Digital Service Centers: A Case of Union Digital Centers (UDCs) in Bangladesh
5. Governance through Gram Committee in Participatory Rural Development Project in Bangladesh
6. কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়
7. Impact of COVID-19 Pandemic on Rural Livelihood
8. Rural Transforming and Social Wellbeing of Selected Villages in Bangladesh
9. Present Conditions of Homestead Plantation in Cumilla: A Case Study of Four Villages

বার্ডের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

1. River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh

জাতীয় শোক দিবস উদযাপিত

২য় পৃষ্ঠার পর

বার্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগে নির্মিত গৃহ মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে দুইজন গৃহহীন অসহায় নারীকে প্রদান করা হয়। এই গৃহগুলো সরকারের আশ্রয়ন প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি গৃহ কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার পাকামোড়া গ্রামের নাজমা আক্তার-কে এবং অন্যটি একই উপজেলার উজিরপুর গ্রামের মোসাঃ শাহেনা বেগম-কে প্রদান করা হয়। অসহায় নারীদের মাঝে গৃহ বিতরণ করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বার্ডের অতিরিক্ত
মহাপরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এবং বার্ডের পরিচালকবৃন্দ।

বার্ডে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ
জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০২১

(ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
প্রকল্পের বাজেট : ৩৪৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২১

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্ডের ভৌত সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

(ক) গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার অটোমেশন;
(খ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা সম্মেলন কক্ষ-কাম শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ;
(গ) ৩ তলা স্কুল ভবন নির্মাণ;
(ঘ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা হোস্টেল নির্মাণ;
(ঙ) সুইমিং পুল নির্মাণ;
(চ) ০১টি কোস্টার, একটি জীপ ক্রয় এবং অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

- সম্মেলন কক্ষ-কাম-ক্লাসরুম ভবনের ০১টি লিফট সংযোজনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- হোস্টেল ভবনের ০১টি লিফট সংযোজনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বার্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার অটোমেশনের আওতায় মানব সম্পদ ও হিসাব ব্যস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান রয়েছে।

২। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৩
বাজেট : ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে ১৯৫৯ সাল থেকে বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী অংশগ্রহণকারীরা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কার্যক্রমে বাস্তবায়ন করছে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রত্যাশিত চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদ্যমান সুবিধাগুলি উন্নয়নের জন্য বার্ড সরকারি অর্থায়নে একটি নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) আধুনিকীকরণ প্রকল্প নামে পরিচিত। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'ল বিদ্যমান অবকাঠামোগত উন্নতি এবং এর বৃদ্ধির ক্ষমতা এবং সুবিধার জন্য বার্ডে কিছু নতুন সুবিধা যুক্ত করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে এটি আরও দক্ষতার সাথে দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রয়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হলো:
(ক) দেশি-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থী ও পেশাদারীদের চাহিদা পুরণের জন্য বার্ডের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা;
(খ) বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের সাপোর্ট সার্ভিস এর উন্নয়ন করা; এবং
(গ) প্রশিক্ষণার্থী ও বার্ডের কর্মীদের জন্য আবাসন সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা।

প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্টসমূহ

প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ

১. বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোসরোড সংস্কার
২. ওয়াকওয়ে নির্মাণ
৩. বাউন্ডারী ও ওয়ালের অংশ বিশেষ পুনঃনির্মাণ
৪. হোস্টেল মেরামত, সংস্কার/আধুনিকায়ন
৫. অফিস সরঞ্জামাদি/আসবাবপত্র ক্রয়
৬. অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/নির্মাণ
৭. বার্ডের ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন
৮. ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ
৯. লন টেনিস কোর্ট নির্মাণ
১০. বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক ওয়াশরুম নির্মাণ
১১. হোস্টেলের জন্য অপেক্ষাগারসহ অভ্যর্থনা অফিস নির্মাণ
১২. বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক রান্না ঘর নির্মাণ/পুনর্বাসন

১৩. বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থিত দুটি পু কুরখনন এবং এর পাড় বাঁধাইকরণ
১৪. বার্ডের অভ্যন্তরীণ ড্রেইনেজ ব্যবস্থা উন্নতীকরণ/সংস্কার
১৫. বদ্ধপরিবেশে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছচাষের জন্য স্পাউটিং ফাউন্টেইন স্থাপন
১৬. পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• ২০২১-২২ অর্থবছরের অর্থ ১মি কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
• বার্ডের ভিতরের সার্কুলার রোড ও এপ্রোসরোড সংস্কার, বাউন্ডারী ওয়াল এবং হোস্টেলের সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে।
• ড্রইং ডিজাইন সংক্রান্ত কনসাল্টিং ফার্মসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
• ল্যান্ডস্কেপিং ও মাস্টার প্ল্যান সংক্রান্ত কাজের RFP ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ০৫টি বিভাগের ১৫টি জেলার ১৬টি উপজেলা।
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১
বাজেট : ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সংগঠন করা এবং স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

১. উন্মুক্ত সদস্যপদ।
২. উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ।
৩. প্রশিক্ষিত বিষয় ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টি।
৪. সমিতির নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ।
৫. স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৬. অর্থনৈতিক ও আত্মকর্মস্থান কার্যক্রম গ্রহণ।
৭. সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ। এবং
৮. মাসিক যৌথ সভা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• চলতি অর্থবছরে সিভিডিপি, বার্ড অংশের আওতাভুক্ত বিভিন্ন উপজেলা হতে ৩০দিনব্যাপী বিশেষ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) এর ০৫টি ব্যাচ সেপ্টেম্বর-২০২১ ও অক্টোবর-২০২১খ্রিঃ মাসে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে 'টেইলারিং এন্ড গার্মেন্টস' ট্রেডে দু'টি কোর্স এবং ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই), সাভার, ঢাকায় ৩টি ট্রেড যথাক্রমেঃ 'ইলেকট্রনিক্স (মোকাইল সার্ভিসিং)', 'প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিংস', রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং' কোর্সে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
• চলতি অর্থবছরে সেপ্টেম্বর-২০২১ খ্রিঃ সিভিডিপি, বার্ড অংশের আওতাভুক্ত বিভিন্ন উপজেলার মোট ১৫৩৯০ জন সমবায়ীকে মাসিক যৌথ সভা ও ই-প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ উপরজলা পযায়ে প্রেরণ ব্যাংক হিসাব নাম্বারে প্রেরণ করা
• গ্রামকর্মীর ভাতা পরিশোধের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
• লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৯টি উপজেলার গ্রাম জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। গ্রাম তথ্যবই প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। "গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং খোশবাস (দক্ষিণ) ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম।
প্রকল্পের বাজেট : ১৮.২৫ লক্ষ টাকা (২০২০-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫- জুন ২০২২
প্রকল্পে উদ্দেশ্য : স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী লাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেট চূড়ান্ত করে অনুমোদন নেয়া হয়েছে।
• বড় হরিপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে গ্রাম সভা ও নিরাপদ জ্বালানী শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
• ০৬ দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।

২। মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রাম
প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ : ১০.০০ লক্ষ টাকা (২০২১-২২ অর্থবছরের প্রাপ্ত বাজেট)
অর্থায়নের উৎস : বার্ড রাজস্ব খাত
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ১৯৯৩- জুন ২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীদের বিভিন্ন দলে (আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক) সংগঠিত করে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়া। নারীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে অর্ন্তভুক্তি ও অবস্থানের হার বৃদ্ধি করা এবং খাদ্য পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ও পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে নারীদের সুশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া। গ্রামের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সঠিক দিক নির্দেশনা বিষয়ক একটি মডেল উদ্ভাবন করাই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• ৪টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
• মোট সদস্যভুক্তি ১১১২ জন এবং মোট পরিবারভুক্তি ৯৩২টি।
• ২টি নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ৮৯ জন সদস্যাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৮২৫টি পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ২১,৪৬৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
• ০২টি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
• সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় ২২,৫৫০/- টাকা এবং শেয়ার ১৩,৪১০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট সঞ্চয় ৭৭,৯৫,৫২৭/- টাকা এবং শেয়ার ৩৫,৩৭,৮৫০/- টাকা আদায় করা হয়েছে।
• ২৮ জন সদস্যের মাঝে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৯৪৪ জনকে ২,৩৬,৬০,৬০০/- টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।
• ৪২,৩০০/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ২,৪০,৮১,২০৯/- টাকা।
• ০১টি বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়েছে।
• ০১টি মহিলা সংগঠনের বিশেষ গ্রাম সভা করা হয়েছে।
• প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জরিপ, গবেষণা পরিবীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিষয়ক ০১টি উইড প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে।
• গ্রাম সফর করা হয়েছে ২ বার।

৩। পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১০ - জুন ২০২২
প্রকল্পের বাজেট : ১৫.০০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট

অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• নতুন প্রকল্প এলাকা বারপাড়ায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ দেয়া হবে। ইতোমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তথ্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করা হবে।

৪। কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন" কর্মসূচি

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার সদর, সদর দক্ষিণ ও বুড়িচং উপজেলার ৬৮টি গ্রাম
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২২
বাজেট : ১৫,০০,০০০.০০ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য

সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা। এর সুনির্দিষ্ট

উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে

১. জৈব উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ;
২. কৃষি খামার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন;
৩. ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বিতরণ ও ব্যবহার উন্নত করা;
৪. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ বৃদ্ধিকরণ;
৫. গবাদি পশু/ডেইরী/পোল্ট্রি চাষের উন্নতিকরণ;
৬. কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
৭. প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের মূল্যায়ন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৯৯টি সংগঠন সৃজন হয়েছে।
• সর্বমোট ১৩,৭৫৩ জন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
• ১৪,৩৯,২৯৯/- টাকাসহ সর্বমোট ৫,১২,০৫,৭৪৮/- টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে।
• ৪,৪৪১ জনের মাঝে ৮,৭৯,৬২,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
• ৩৬,০৩,৬২২/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে এবং সর্বমোট ৪,৮০,৬২,১৫৯/- টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।
• ৩,০০০ জনকে ৭,৫০,০০,০০০/- টাকা বিশেষ ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।
• ২৪,০৭,২০০/- টাকাসহ সর্বমোট ৪,৭০,৯৯,২৮৫/- টাকা বিশেষ ঋণ আদায় করা হয়েছে।

৫। "বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ ,ছাগাল ও পোল্ট্রি খামার" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২২
প্রকল্পের বাজেট : ২৬.৯০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(১) গাভী ও ছাগল পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন;
(২) বার্ডের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
(৩) গাভী ও ছাগল পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ।
(৪) গ্রামের খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• ছাগলের ঘর নির্মান কাজ শেষ হয়েছে।
• ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট ও কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে।
• খাবার সরবরাহের লক্ষে প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তকরনের কাজ শেষ হয়েছে।
• নতুন করে ৫০০ হাঁসের বাচ্চা উঠানো হয়েছে। হাঁসের বাচ্চাকে ডাক প্লাগ, ডাক কলেরা রোগের টিকা দেয়া হয়েছে।
• খামারে একটি সাবমার্সিবল পাম্প স্হাপন করা হয়েছে।

৬। "মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮- আগস্ট ২০২২
বাজেট : ৩.০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ (পিউর কালচার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ;
২. পিউর কালচার থেকে মাদার কালচার তৈরি করা;
৩. মাদার কালচার তেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা;
৪. বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা;
৫. চাষী পর্যায়ে মাশরুম উৎপাদন চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
৬. উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজন বিপণন নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত নতুন মাশরুম সেড চাষ উপযোগী করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং হোস্টেল থেকে মাশরুম সেন্টারটি নতুন সেডে স্থানান্তর করা হয়েছে।
• বার্ড আধুনিকায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে একটি রাস্তার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
• নতুন সেডে বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য নোট প্রদান করা হয়েছে।
• নতুন সেডে সিলিং নির্মাণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
• ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন নেয়া হয়েছে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।

৭। "বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ : জুলাই ২০১৮- জুন ২০২১
বাজেট : ৯.৬০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা;
২. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা; এবং
৩. মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• মৎস্য খামারের নিয়মিত খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে।
• একোয়াপনিক্স ইউনিট থেকে লেটুস পাতা উৎপাদন ও বিক্রয় করা হচ্ছে।
• বায়োফ্লক ইউনিট থেকে ১০০ কেজি তেলাপিয়া মাছ বিক্রয় করা হয়েছে।

৮। "কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে মৎস চাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন
মেয়াদ : জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২
বাজেট : ৯.০০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্লাবনভূমিতে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে এলাকার তরুন ও দরিদ্র জেলেদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- ০২টি কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের কার্যকরী ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
- ইছাপুরা ও আতাকড়া প্লাবনভূমিতে মৎস্য কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মৎস্য আহরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৯। "কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাসের কৃষি গবেষণা ও প্রদর্শনী কমপ্লেক্স, কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও আদর্শ সদর উপজেলা।
মেয়াদ : জুলাই ২০১৯- জুন ২০২১
বাজেট : ২৩.০০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শস্য উৎপাদন, মূলত: ধান উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার জন্য চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহরের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ। প্রাপ্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের নীতি নির্ধারনে পরাপর্শ প্রদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- চলমান অর্থ বছরে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাজেট, কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।
- প্রকল্পভুক্ত এলাকায় লাকসামে চলমান আমন মৌসুমের ধান রোপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ০২দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।

১০। "বার্ড প্লান্ট মিউজিয়াম" প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২
বাজেট : ২.০০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নত মানের ফলের জাত সংরক্ষণ করা। মাতৃবাগান সৃজনের মাধ্যমে উন্নত জাতের গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করা। উৎপাদিত চারা সুলভ মূল্যে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা। ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- পাম্প ঘরের কাজ চলমান আছে।
- দুই বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিস্কার করা হয়েছে এবং মালচিং করা হয়েছে।

১১। বছরব্যাপী সবজি উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ : জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২
বাজেট : ২.০০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রদর্শনী প্লটে আধুনিক পদ্ধতিতে বছর ব্যাপি বিভিন্ন ধরনের সজবি উৎপাদন। বার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে তাদের চাহিদা মোতাবেক নিরাপদ সজবি সরবরাহ করা। বার্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- চলমান অর্থবছরের জন্য বাজেট, কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে।
- লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত হাইড্রোপনিক শেডটি উপযোগীকরনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।

১২। অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা
মেয়াদ : জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২
বাজেট : ১৪.০০ লক্ষ (২০২১-২০২২)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- সমিতির সভা করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে প্রদেয় উপকরন মনিটরিং করা হয়েছে।
- পরিবেশ সুরক্ষায় কমিউনিটি পর্যায়ের জনগণ ও দোকানের মালিকদের সম্পৃক্ত করে কাজ করছেন।
- পুরাতন চরচাষী গ্রাম সমিতির সঞ্চয় ১,৫৮,২২০টাকা এবং নতুন হাসনাবাদ গ্রাম সমিতির সঞ্চয় ১,৩১,৫০০টাকা।
- ০২দিন গ্রাম সফর করা হয়েছে।

১৩। "কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড
প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা।
প্রকল্পের বাজেট : ১৫.০০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

- নতুন অর্থবছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মহাপরিচালক, বার্ড কর্তৃক অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।
- যেসকল মাদ্রাসা প্রকল্পের অধীন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে যোগাযোগ করেছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে।
- প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার প্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করা অব্যাহত আছে।

১৪। "বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও গবেষণা প্রদর্শনী" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২০ - জুন ২০২২
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড
প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের বাজেট : ৪.০০ লক্ষ টাকা (২০২১-২০২২)

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- পানির লাইন স্থাপনের জন্য প্রকৌশল শাখায় নোট প্রদান করা হয়েছে।
- জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
- ভ্যান মেরামতের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।
- গোবর ক্রয়ের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫৪তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সমাপনী

১ম পাতার পর

হয়েছে। বর্তমান এলজিইডি, উপজেলা কমপ্লেক্স, বিএডিসি বার্ডের সফল কর্মসূচির ফসল। আধুনিক কৃষি পন্য বিপননে বার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। সভাপতি মহোদয় বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। সরকারের গৃহীত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সমাপনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান। সমাপনী অধিবেশনে ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম।

বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বার্ড আগামী অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের ১০৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করবে। গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বার্ড আগামী অর্থবছরে ১০টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করবে। বর্তমানে এডিপির-এর অন্তর্ভুক্ত বার্ড ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প, বার্ড আধুনিকায়ন প্রকল্প এবং সিভিডিপি ৩য় পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া বার্ড-এর রাজস্ব বাজেটের অধীনে ১৪টি প্রায়োগিক গবেষনা বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং পরিকল্পনা সম্মেলনে আরো ০৩টি প্রায়োগিক গবেষনা গৃহীত হয়েছে।

বার্ডের ৫৪তম পরিকল্পনা সম্মেলনের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের, পরিচালক (প্রশিক্ষণ)। পরিকল্পনা সম্মেলনের সহযোগী আহবায়ক ও সহকারী আহবায়ক হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে জনাব আইরীন পারভিন, যুগ্ম পরিচালক ও জনাব আনাস আল ইসলাম, সহকারী পরিচালক।

বার্ডের বিগত বছরের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, নীতিগত অনুশীলন ও প্রচার সংক্রান্ত বহুমাত্রিক কার্যাবলী পর্যালোচনা, আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং কর্মকৌশল নিরূপনের লক্ষ্যে এ সম্মেলন আয়োজিত হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিক সম্প্রদায় এবং একাডেমিক ও গবেষণাধর্মী, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ এ জনগুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত বার্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

বার্ড-এ প্লান্ট মিউজিয়াম সৃজন

কামরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা
মোঃ সালেহ আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা

১। প্রেক্ষাপটঃ

উল আমাদেও চিরায়ত ঐতিহ্যেও অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ, খাদ্য চাহিদাপূরণ, পুষ্টি সরবরাহ, মেধার বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বহুমাত্রিক অবদানে ফলজ বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ফল দেহে আনেবল, মনেআনে প্রশান্তি; ভিটামিন ও মিনারেলসের অন্যতম উৎস। প্রতিদিন একজন লোকের ১৫০-২০০ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। আমাদের দেশে বর্তমানে মাথাপিছু ফলের উৎপাদন প্রায় ৭০-৭৫ গ্রাম যা চাহিদার তুলনায় অতন্ত অপ্রতুল, সেখানে ভারতে উৎপাদন ১১১ গ্রাম, ফিলিপাইনে উৎপাদন হয় ১২৩ গ্রাম, থাইল্যান্ডে উৎপাদন হয় ২৮৭ গ্রাম। বাংলাদেশ একটি আর্দ্র ও উষ্ণমন্ডলীয় দেশ হওয়ায় এখানে শতাধিক প্রজাতির ফল জন্মে। অর্থনৈতিক দিক, কর্মসংস্থান ও পুষ্টি বিবেচনায় এ সব ফল চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলচাষ ও পুষ্টি সম্পর্কে দিন দিন জনসচেতনতা বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সাথে সাথে নতুন ঘর-বাড়ি তৈরির প্রয়োজনে একদিকে যেমন পারিবারিক ফল বাগানের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তেমনি গ্রামীণ বনভূমি উজাড় হওয়ার ফলে স্বল্প প্রচলিত ফলের অনেক প্রজাতি ও বিলুপ্ত হচ্ছে। তাই এসব প্রজাতির সংরক্ষণ ও দেশীয় ফল গ্রহণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়নে বসত বাড়ির বাগান গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশীয় ফলের পাশাপাশি অনেক বিদেশী ফলের প্রতি ও আমাদের আগ্রহ বেড়ে চলছে। নিকট অতীতে বেশ কয়েকটি বিদেশী ফল আমাদের দেশে ব্যপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যেমনঃ ড্রাগনফ্রুট, মাল্টা এবং এরাবিয়ান খেজুর। তাই বসত বাড়ি কিংবা বাণিজ্যিক ফলের বাগান সৃজনে কৃষকদেরকে উৎসাহী করা গেলে এক দিকে যেমন তাদেও পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মিটাবে, পাশাপাশি মানসম্পন্ন তাজাফলের যোগান ও বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়াও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের সাথে সাথে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফল বাগান সৃজনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২। প্লান্ট মিউজিয়াম সৃজনের উদ্দেশ্য ঃ

প্লান্টমিউজিয়াম সৃজনেরউদ্দেশ্যসমূহ হল-

ক) উন্নতমানের ফলের জাত সংরক্ষণ করা;

খ) মাতৃ বাগান সৃজনের মাধ্যমে উন্নতজাতের গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করা;

গ) উৎপাদিত চারা সুলভমূল্যে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা এবং

ঘ) ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সেও প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করা।

বার্ড প্লাট মিউজিয়াম

৩। প্লান্ট মিউজিয়াম সৃজনের যৌক্তিকতাঃ
বার্ড কর্তৃক গৃহীত গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের মধ্যে গ্রামীণ উদ্যোক্তা সৃজন অন্যতম এবং এর আওতায় ফলচাষে গ্রামের মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কার্যক্রম ও চলমান রয়েছে। এরই বাস্তবতায় বার্ডে যদি একটি প্লান্ট মিউজিয়াম তথা জার্মপ্লাজম সেন্টার স্থাপন করা হয় তাহলে গ্রামের কৃষকদেরকে যথাযথভাবে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে। নতুন ফলবাগান সৃজনে উন্নতজাতের মানসম্পন্ন চারার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, কিন্তু চারার স্বল্পতা এবং দামের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কৃষকদেও জন্য কঠিন হয়ে পরে, ফলে অনেকেই বাগান সৃজনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। প্রস্তাবিত মাতৃবাগানটি সৃজন হলে এর মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করা যাবে, যা স্বল্প মূল্যে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা যাবে।

৪। প্লান্ট মিউজিয়াম এর বর্তমান সংগ্রহ ঃ
বর্তমানে বার্ড প্লান্ট মিউজিয়ামে প্রায় ৩০ (ত্রিশ) প্রকার দেশি-বিদেশী ফলের সংগ্রহ আছে। এদের মধ্যে রয়েছে ৫ জাতের আম, কুল, আনার, মাল্টা, লেবু, পেয়ারা, এভোকাডো, রাম্বুটান্ ব্লাকব্যারি, মালব্যারি, লালকাঁঠাল, করোসল, পিচফল, রলিনিয়া, ননিফল, ফুলছান, জয়তুন, পার্সিমন, নাশপাতি, আপেল ইত্যাদি। ভবিষ্যতে আরোও দুর্লভ এবং চাহিদা সম্পন্ন ফলের জাত প্লান্ট মিউজিয়ামে সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের চুক্তি স্বাক্ষর, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পার্চিং উৎসব

ড. শিশির কুমার মুন্সী, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ও প্রকল্প পরিচালক
মোঃ বাবু হোসেন, সহকারী পরিচালক ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক

বার্ডের রাজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্পভুক্ত এলাকা নোয়াপাড়া-ছনগাঁও যৌথ কৃষি খামার ও কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজে ৩০.০৯.২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চুক্তি নবায়ন, প্রকল্প কার্যক্রমের অগগ্রতি পর্যালোচনা ও উঠান বৈঠক শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে লাকসাম উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মহব্বত আলী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কান্দিরপাড় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওমর ফারুক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডেও পরিচালক (প্রকল্প) ড. মোঃ কামরুল হাসান। আরও উপস্থিত ছিলেন বার্ডেও ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ও প্রকল্প পরিচালক ড. শিশির কুমার মুন্সী, সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক জনাব বাবু হোসেন, লাকসাম উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ জনাব এটিএম কামরুল আহসান, জনাব আব্দুল হাই ও জনাব আলী আহমেদ। উক্ত কর্মশালায় প্রকল্পের জমির মালিকগণসহ স্থানীয় জমির মালিকগণ অংশগ্রহণ করেন এবং কর্মশালায় চলমান বছরের (২০২১-২০২২) কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের জমির মালিকগণ, উপজেলা কৃষি অফিসের প্রতিনিধি এবং বার্ডেও প্রতিনিধিদেও উপস্থিতিতে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষও সম্পাদিত হয় এবং বিগত বছরের (২০২০-২০২১) কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়াও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, লাকসাম, কুমিল্লার উদ্যোগে রোপণকৃত আমন মৌসুমের ধান ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকা দমনে পার্চিং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি বার্ডেও রাজস্ব অর্থায়নে ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ৫০ একর জমির ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভের মাধ্যমে আইল উঠিয়ে বর্তমানে বৃহৎ ০৮টি প্লটে একই রকম ফসল আবাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাস্তবায়নে কিছু খন্ড চিত্র।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর ও সম্পাদন কার্যক্রম

ধান ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকা দমনে পার্চিং উৎসব

হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসাবে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই উৎপাদন ও ব্যবহার

ড. বিমল চন্দ্র কর্মকার, উপ-পরিচালক, বার্ড

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে হাঁস-মুরগি ও মাছের চাহিদা অপরিসীম। অপরদিকে হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষ যুব সমাজের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ধারণা করা হচ্ছে যে, মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০৫০ সালের মধ্যে মুরগি উৎপাদন প্রায় ৭০% বৃদ্ধি পাবে (FAO, 2011)। এই পোল্ট্রি বা মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৭০% খরচ হয় খাবার সরবরাহের জন্য (Van Huis, A et al. 2013)। সাম্প্রতিক সময়ে পোল্ট্রি বা মৎস্য খাদ্যেও দাম অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যেও যোগান দিতে গিয়ে খামারীগণ প্রায়ই লোকসান গুনছেন। খাদ্যে আবার অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরণের ভেজাল পাওয়া যায়। দানাদার এ সকল খাদ্যে পরিমাণমত প্রোটিন ও অন্যান্য ভিটামিন মিনারেলেরও ঘাটতি থাকে। এসব বিষয় বিবেচনায় পোল্ট্রি ও মৎস্য খাদ্যে স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে পোল্ট্রি ও মৎস্য খাদ্যের বিকল্প খাদ্য হিসাবে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য তৈরিতে যেসকল প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব (Tumpa, T. A., et al 2021)। সাধারণত রান্নাঘরের বর্জ্য, কাঁচা বাজারের বর্জ্য ও খামারের কৃষিজ বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে এ পোকা উৎপাদন করা হয়। এছাড়া, এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত জৈব সার কৃষি জমিতে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অর্থ্যাৎ, প্রতিনিয়ত উৎপাদিত কৃষিজ ও কাঁচা বাজারের অবশিষ্ট ব্যবহার করে বর্জ্য অপসারণ ও খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হলে গ্রামীন পোল্ট্রি ও মৎস্য বিকাশ ঘটবে, খামারী লাভবান হবে এবং জৈব খামার গড়ে উঠবে। গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশ ঘটবে, খামারী লাভবান হবে এবং জৈব খামার গড়ে উঠবে। তাছাড়া এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত জৈব সার কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে।

ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই উৎপাদনের উদ্দেশ্যঃ

১। কম খরচে হাঁস-মুরগি এবং মাছের খাবার উৎপাদন;

২। হাঁস-মুরগি বা মাছের খাবার উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই এর পরিচিতিঃ

ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই/কালো পেরেট পোকা (Black Soldier Fly) (Hermetia illucens) খুবই সাধারণ স্ট্রাটিওমাইডি (Stratiomyidae) গোত্রের একটি পোকা। এরা কালো কালো সৈনিক পোকা নামেও পরিচিত। মানুষের বসতবাড়ীর আশপাশে বাস করলেও এরা মানুষের সংস্পর্শে আস না এরা সাধারণত ময়লা-আবর্জনার কাছাকাছি ঝোপঝাড়ে বাস করে। পূর্ণাঙ্গ পোকা দেখতে অনেকটা মৌমাছির মতো। তবে এরা মাছির মতো কোন প্রকার রোগের বাহক নয়।

প্যারেট পোকার চাষের গুরুত্বঃ

প্যারেট পোকা সত্যিকারের প্রাকৃতিক বর্জ্য পূণর্ব্যবহারকারী। এরা বাসাবাড়ির বর্জ্য খুব নিপুণভাবে ব্যবহার করে। এদের লার্ভা নীরবে নিভৃতে জমানো পচনশীল ময়লা-আবর্জনার মাঝে খাদ্য ও পুষ্টি শোষণ করে অন্যান্য প্রাণীকুলের মাঝে বিলিয়ে দেয়। উপজাত হিসেবে এ পোকা তরল ও ঝুরঝুরে সার উৎপান করে, যা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। কালো সৈনিক পোকার লার্ভা ময়লঅ-আবর্জনার মাঝে বড় হলেও যখন প্রি-পিউপা পর্যায়ে উপনীত হয় তখন স্বতঃস্ফুর্তভাবে হেঁটে হেঁটে একটি নির্দিষ্ট পাত্রে এসে জমা হয়। এ সময় এরা যথেষ্ট পুষ্টি ও চর্বি সমৃদ্ধ থাকে যা বিভিন্ন প্রকার মাছ, হাঁস-মুরগি, পোষা পাখি, উভচর ও সাপজাতীয় প্রার্ণীও পুষ্টি সাধন করে। এদের বহিরাবরণ ক্যালসিয়াম ও চিটিন সমৃদ্ধ হওয়ার চিংড়ি এবং ডিম দেয়া মুরগির আদর্শ খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া, বাড়ির আঙিনায় কালো সৈনিক পোকার উপস্থিতি ক্ষতিকর মাছি এবং কীটপতঙ্গেও প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই পরিবেশবান্ধব এবং কৃষকের বন্ধু হিসাবে পরিচিত। কামারীগণ কালো ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষ করে কম খরচে মাছ এবং হাঁস-মুরগির খাদ্যেও অনেকটাই জোগান দিতে পারেন। ফলে তাদের আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি বাড়ির বর্জ্য পরিশোধন করে তারা গুণগতমানের সারও পেতে পারে। তাছাড়া পোল্ট্রি ফার্মে কালো প্যারেট পোকার লার্ভা চাষ করে একদিকে যেমন প্রোটিন সমৃদ্ধ জীবন্ত খাদ্য পাওয়া যায়, অন্যদিকে ফার্মের বর্জ্য পরিশোধন করাও সম্ভব। প্যারেট পোকা চাষ করে মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে অর্গানিক মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। এ পোকা শুঁকিয়ে সংরক্ষণ করা যায় এবং হাঁস-মুরগি এবং মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই উৎপাদনের যৌক্তিকতাঃ

বর্তমানে খামারীরা হাঁস-মুরগি পালন ও মাছ চাষে ব্যবহার করেন বিভিন্ন কৃত্রিম খাদ্য যা হাঁস-মুরগির/মাছ উপর্যুক্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার পায় না এবং তার দামও অনেক বেশি। এর ফলে খামারীরা একদিকে যেমন আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীনহন তেমনি ভেজালখামার ব্যবহারের ফলে হাঁস-মুরগি/মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পুরোপুরিন সফল নয়। আর তাই প্যারেট পোকা চাষ করে হাঁস-মুরগি পালন বা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে অর্গানিক মাছ উৎপান করা সম্ভব। অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই পোকা চাষ করা যায়, এ পোকা পরিবেশবান্ধবএবং কৃষকের বন্ধু। ফলে কালো প্যারেট পোকার চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করে কম খরচে মাছ এবং হাঁস-মুরগির খাদ্যেও অনেকটাই জোগান দেওয়া সম্ভব। ফলে খামারীদের আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি বাড়ির বর্জ্য পরিশোধন করে গুণগতমানের জৈব সারও পাওয়া সম্ভব।

উৎপাদন প্রণালীঃ

- বসতবাড়ীর বর্জ্য, ময়লা-আবর্জনা, তরকারির অবশিষ্টাংশ, মুরগির বিষ্ঠা ও খৈরের সংমিশ্রণে খাদ্যে তৈরি হয় 'ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই'।
- ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই থেকে প্যারোট পোকা উৎপন্ন করতে দরকার মশারি নেট, কয়েকটি প্লাস্টিকের পাত্র ও কয়েকটি কাঠের টুকরো।
- মাছির মতো মূল পোকাগুলো একটি জালের মধ্যে রাখা হয়। সেখানে দিনেরবেলায় আলো যেন আসতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।
- একটা সময় পোকাগুলো নিজেদেগর প্রজনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে।পরে সেখানে কাঠের স্তরের মধ্যে ডিম পারে। সেই ডিমগুলো হ্যাচিং করে ফোটানোর আট থেকে দশ দিন পর আলাদা করে অন্য জায়গার রাখা হয়।
- এরপর সেখান থেকে লার্ভা তৈরি হয়। ২০-৩০ দিনের মধ্যে এই লার্ভাগুলো পিউপা হয় যেগুলো মাছ, হাঁস বা মুরগীকে খাবার হিসেবে দেয়া হয়।
- প্রত্যেক ফ্লাই ৯০০ থেকে ১ হাজার পিউপাদিয়ে মারা যায়। এসব পিউপা একটি পাত্রে নিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত খাবারে রাখা হয়। ১৪-১৬ দিনের মধ্যে এসব পিউপা থেকে পন্ম নেয় প্যারোট পোকা।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই পোকার মতো দেখতে লার্ভাগুলো আলাদা করে পরিস্কার করে মাছ, হাঁস বা মুরগীকে দেয়া হয়।

- একজন খামারি বড় পরিসরে এই পোকা চাষ করলে প্রতিদিন ১০০ থেকে ৫০০ কেজি পর্যন্ত পোকা উৎপন্ন করে লাভবান হতে পারবেন।

উপদেষ্টা সম্পাদক
মোঃ শাহজাহান
মহাপরিচালক
বার্ড

সম্পাদক
ড. শিশির কুমার মুন্সী
যুগ্ম পরিচালক, বার্ড

সহযোগী সম্পাদক
মোঃ রিয়াজ মাহমুদ
উপ-পরিচালক, বার্ড

মহাপরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত

ইন্ডাষ্ট্রীয়েল প্রেস, কুমিল্লা।
E-mail : ind.press09@gmail.com

গ্রাম উন্নয়ন
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা-৩৫০৩
ফোন : ০৮১-৬০৬০১-৬, ৬৫০১১, ৬৫০৭০
ফ্যাক্স : ০৮১-৬৮৪০৬
ই-মেইল : dg@bard.gov.bd
training.bard@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.bard.gov.bd

BOOK POST